শরৎ সাহিত্যকোষ

বারিদবরণ ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

শরৎচন্দ্রের লেখা কবে থেকে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, মনে করা দুরূহ। খুব ছোটো থেকেই লাইব্রেরি গড়ে তোলার শখ ছিল। অগ্রজদের স্থাপিত জীর্ণদশাপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগার বড়া বয়েজ ক্লাবটিকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে পেয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের লেখা বেশ কিছু বইপত্র। তখন স্কুলের নীচের দিকেই পড়ি। নতুন করে কী কী বই কেনা যায় তার একটা সম্ভাব্যতালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলি আমার খুল্লতাত অধ্যাপক সুধীরকৃষ্ণ ঘোষ এবং স্ব-গ্রামবাসী রুচিশীল নবদ্বীপ চট্টরাজকে। তাঁরা দুটি পৃথক তালিকা দেন। ঘটনাক্রমে দুটি তালিকারই প্রথমে যে বইয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস। পরে জেনেছি আমার পিতৃব্য আমার এক দিদির বন্দনা নাম রেখেছিলেন এই বিপ্রদাস উপন্যাস পড়েই। খুল্লতাতকে আমার মনে হত তখন রক্ষণশীল। অচিরে সে ভুল ভেঙেছিল অন্তত গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে। তার পর থেকেই আমি শরৎচন্দ্রভুক্। কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে পড়াতে হয়েছে অন্যান্য বইপত্তরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন।

এই দীর্ঘ শরৎ-অধ্যয়ন আমাকে এই কোষগ্রন্থ রচনায় বারংবার তাগিদ দিয়েছে। মনে হয়েছে, শরৎসাহিত্যের মূল্যায়নের বাইরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে যে সব কৌতূহল পাঠকের মনে জাগে, তার সবকিছুর উত্তর পাওয়া যায় এমন একটি বই যদি হাতের কাছে থাকত। আমি জানি এই কৌতূহল তাবৎ শরৎসাহিত্য পাঠকের মধ্যেই বর্তমান। সবার জিজ্ঞাসার একটা সদুত্তর দেবার জন্যেই অনেকদিন ধরে কোষগ্রন্থটি লিখে চলেছিলাম। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর কথা জানতে পেরে আমাকে একাধিকবার উৎসাহিত করেছেন।

অবশেষে 'পুনশ্চ'-এর কর্ণধার প্রীতিভাজন সন্দীপ বইটির কথা জানতে পেরে সানন্দে এটি প্রকাশে তৎপর হয়েছে। পাঠক হয়তো আরও নানান বিষয়ে কৌতূহলী হতে পারেন। তাঁদের জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। প্রকাশকের কাছে জানালে বাধিত হব।

গ্রন্থের যাবতীয় উৎসনির্দেশ 'শরৎসমিতি'-প্রকাশিত 'শরৎ রচনাবলী'র জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণের পাঁচটি খণ্ড অনুসারী (১৩৮২-৮৪ বঙ্গাব্দ)। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শিবানী রায়, প্রদীপ চৌধুরী প্রভৃতির কাছে সানন্দে ঋণ স্বীকার করি।

বিনত

বারিদবরণ ঘোষ

কলকাতা বইমেলা

২০০৭

সূচিপত্র

শরৎ-রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১
গল্প-উপন্যাস নামসূচি	১১৩
গল্প-উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য রচনায় উল্লিখিত নাম-চরিত্র	১৩২
শরৎ-রচনায় গান ও কবিতার উদ্ধৃতি : গ্রন্থানুসারে	১৩৬
অন্যের গ্রন্থ, রচনা, পত্র-পত্রিকার নির্দেশিকা	১৩৭
শরৎ-রচনায় বঙ্গাক্ষরে উল্লিখিত দেশি-বিদেশি সাহিত্যিকদের নাম	১৪২
শরৎ-রচনায় উল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থাবলি	১৪৪
শরৎ-রচনায় উল্লিখিত বিভিন্ন নেশাদ্রব্যের তালিকা : খসড়া	১৪৫
শরৎ-রচনায় উল্লিখিত অশিষ্ট শব্দাবলি	১৪৬
শরৎচন্দ্র যাঁদের চিঠিপত্র দিয়েছিলেন তার সম্ভাব্য তালিকা	১৪৭
শরৎ-রচনায় স্থান-নদী-অঞ্চল ইত্যাদির নামোল্লেখ	১৪৯
শরৎ-রচনায় প্রবাদ-প্রবচন	১৫৪
শরৎ-রচনায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ (বঙ্গাক্ষরে)	১৫৬
শরৎচন্দ্রের রচনায় (চিঠিপত্র ছাড়া) ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ (ইংরেজি অক্ষরে)	১৬৪
শরৎ-রচনায় ধর্মসংক্রান্ত নানা উল্লেখ	১৬৭
শরৎ-রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্র	১৮৪
শরৎ-রচনায় বিধবা-চরিত্র	১৮৭
শরৎ-রচনায় জমিদার-চরিত্র	১৮৯
শরৎ-কথাসাহিত্যে মুসলমান-চরিত্র	১৯০
শরৎ-রচনায় 'স্বদেশি'/'বিপ্লবী' চরিত্র	১৯১
শরৎ-রচনায় বিলেত-ফেরত চরিত্র	১৯২
শরৎ-রচনায় লেখক চরিত্র	১৯৩
শরৎ-রচনায় বিভিন্ন বৃত্তির চরিত্র	১৯৪
শরৎ-রচনায় যাঁরা বি এ ও অন্যান্য পাস করেছেন	২০৪
শরৎ-রচনায় বিদেশি চরিত্র	২০৬
শরৎ-রচনায় গল্প-উপন্যাস অবাঙালি-চরিত্র	২০৭
শরৎ-রচনায় গল্প-উপন্যাসে ভৃত্য চরিত্র	২০৯
শরৎ-রচনায় ব্রাহ্ম চরিত্র	২১২
শরৎ-রচনায় গণিকা/রক্ষিতা/বাইজি চরিত্র	২১৩

শরৎ-রচনায় কয়েকটি চরিত্র : বিচিত্র বিবাহের শিকার ২১৪
শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম ২১৫
শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের নির্বাচিত তালিকা ২১৬
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলি : কালানুক্রমিক তালিকা ২১৯
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের-রচনাবলি ২২১
শরৎ-রচনাপঞ্জি : বিষয়ভিত্তিক তালিকা ২২৭
শরৎ-রচনাবলির নির্দেশিকা (শরৎ-সমিতি) ২৩১
শরৎসমিতি প্রকাশিত শরৎ রচনাবলির পাঁচ খণ্ডের সূচিপত্র ২৩৭
বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত শরৎ-রচনার কালানুক্রমিক তালিকা ২৩৯

শরৎ-রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অতুল প্রসাদ সেন —

দ্র° কবি অতুলপ্রসাদ সেন

অনাগত —

দ্র° আগামীকাল।

অনুপমার প্রেম —

গল্প। 'সাহিত্য', চৈত্র ১৩২০। রচনাকাল সম্ভবত ১৮৯৬-১৯০০-এর মধ্যে। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ 'কাশীনাথ' (দ্র°) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ (ভাদ্র ১৩২৪)। গল্পটি শরৎচন্দ্রের 'বাগান'-নামাঙ্কিত খাতার প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেক পরিমাণে উপন্যাস পড়ে মানসিকভাবে এগিয়ে যাওয়া এগারো বছরের অনুপমা গ্রামের সুরেশ মজুমদারকে মনে মনে স্বামী ভেবে নিয়ে বিরহ-কাতর হয়ে পড়ে। এদিকে মূর্খ ও মাতাল ললিতমোহন প্রথম দেখাতেই অনুপমাকে ভালোবেসে ফেলে, তার মনে হয় তাকেও অনুপমা ভালোবাসে। কিন্তু ললিতমোহনের দাদা কৌশল করে ভাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে এই প্রেমে বাধা দিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে অনুপমার বিয়ে হয়ে গেল মৃত্যুপথযাত্রী রামদুলাল দত্তের সঙ্গে। অচিরে ঘটল বৈধব্য। দাদার সংসারে বিধবা অনুপমার দুঃখের আর এক পর্যায় আরম্ভ হল। কলঙ্কের বোঝা নিয়ে পুকুরে ডুবে সে আত্মহত্যা করতে গেলে পরিবর্তিত ললিতমোহন জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বাঁচালে। তাঁর প্রেমকে অনুপমা প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না বটে, কিন্তু বিধবা বলে উভয়ের প্রত্যক্ষ মিলনও ঘটল না।

গল্পের গঠনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কিছু মিল আছে। ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত গল্পটির পরিচ্ছেদ-নাম বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরিচ্ছেদগুলির নাম যথাক্রমে— বিরহ, ভালোবাসার ফল, বিবাহ, বৈধব্য, চন্দ্রবাবুর সংসার, শেষদিন। প্রসঙ্গত, শরৎচন্দ্রের স্নেহপাত্রী ও সাহিত্যশিষ্যা নিরুপমা দেবীর অন্য নাম ছিল 'অনুপমা'। অনুপমা নামটি শরৎচন্দ্র ছদ্মনাম (দ্র°) হিসাবেও ব্যবহার করেছিলেন।

অনুরাধা —

গল্প শ্রেণির রচনা। পূর্ণাঙ্গ গল্প হিসেবে শেষ রচনা। সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪০। গ্রন্থাকারে প্রকাশ 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' (সতী এবং পরেশ নামে দুটি গল্প একত্র করে) নামে ১৮ মার্চ ১৯৩৪ (৪ঠা চৈত্র ১৩৪০) তারিখে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে। গ্রন্থটির নামকরণ প্রসঙ্গে প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছেলেন— 'কল্যাণীয়েষু... শুনলাম আমার 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' এই নামটি আপনার ঠিক মনোমত হয়নি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে— এ বইখানির

নামকরণ এমনিই হয়। শুধু অনুরাধা নয়। আমি ইংরেজি কয়েকখানা বইয়ে এ ধরনের নাম দেখেছি বলে মনে হয়। দাদা।' এছাড়া অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে গল্পটি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, '... কোন কিছুর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি 'অনুরাধা' লিখিনি। এতে নায়িকার যে মাতৃমূর্তি, সেবাপরায়ণতা, চরিত্রের মাধুর্য নায়ককে মুগ্ধ করলে— তার ফলে নায়কের চিত্তে যে অনুরাগের রঙ রঞ্জিত হ'ল, তা তো অলীক নয়— সেই-ই তো প্রেম। নারী চরিত্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে যে শিল্পী উপভোগ করতে না পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্যসৃষ্টি কখনও সার্থক হতে পারে না। প্রেমে দেহের যে স্থান নেই তা নয়, কিন্তু তার স্থান ঠিক গাছের শেকড়ের মতো— মাটির নীচে।' (দ্র° 'শরৎচন্দ্রের টুকরো গল্প')

গল্পটি সংক্ষেপে এই ঃ পত্নীহীন বিজয়ের কাছে তার শিশুপুত্র কুমারই সর্বস্ব। তার বউদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততার কারণে বিজয় বা কুমারের প্রতি যত্নশীল নন। তেইশ বছরের অনূঢ়া অনুরাধা বৈমাত্রেয় ভাই গগন চাটুয্যের সংসারে বড়ো হচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি জমিদারির টাকা চুরি করে পালিয়ে গেলে দূর-সম্পর্কের একটি ছেলেমানুষ ভাগ্নেকে নিয়ে অভিভাবকহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিজয় জমিদারি দেখতে এসে অনুরাধার বসতবাটীটি দখল করতে গেলেন। অনুরাধা তার সাহস, মর্যাদাবোধ, দৃঢ়চিত্ততা, প্রগতিশীলতা এবং মধুর ব্যবহার দিয়ে প্রথমে কুমারকে আপন করে নিলেন এবং বিজয়ও তাতে অত্যাচারী মনোভাব ত্যাগ করে অনুরাধার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। অনুরাধার মধ্যে যে মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ তিনি দেখতে পেলেন তাতে এই অন্তরালবর্তী রহস্যময়ীর দিকে তার একটা কৌতূহল জেগে উঠল। এমনকি অনুরাধা তাঁকে একদিন নিঃসঙ্কোচে পেটভরে খাইয়ে পর্যন্ত দিলেন। শেষে বিজয় ও কুমারের বিদায় নেবার দিনে অনুরাধার অশ্রুসজল চোখ দুটিতে একটা সংযত প্রেমের ভাষা উচ্চারিত হয়ে উঠল— 'আমার আর কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিয়ে সেবা করতেও তো পারব।'

অনুরাধা, সতী ও পরেশ —

গল্পসংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে ১৮ মার্চ ১৯৩৪। মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০। সংকলিত গল্পত্রয় অনুরাধা, সতী, পরেশ (দ্র°)

অন্তর্যামী —

গল্প। সম্ভবত অসম্পূর্ণ। প্রথম প্রকাশ শরৎ রচনাবলির পঞ্চমখণ্ডে 'অজ্ঞাত রচনা' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত টুকরো পাণ্ডুলিপি থেকে রচনাটি সংগৃহীত। পাণ্ডুলিপিটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিসংগ্রহের অধীন। গল্পটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্র-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের (মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯০) ১০৬-১০৯ পৃষ্ঠায় স-ইতিহাস পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

গল্পটি সংক্ষেপে এই ঃ সঙ্গতিসম্পন্ন শিবদাসবাবুর প্রথমা পত্নী ছ'বছরের শিশু ভীমকে রেখে মারা গেলে শিবদাসবাবু অনতিবিলম্বে দ্বিতীয়া পত্নী সুখদাকে ঘরে আনেন। কিছুকাল পর সঙ্গতিহীন ভীমচাঁদ বিয়ে করেন বিনোদিনীকে। সুখদা তাঁদেরকে বাধ্য করেন পৃথগন্ন করতে। শেষে পিতার মৃত্যুর আগে উইল-এ দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদের সম্পত্তি ভাগ করে দেন— কিন্তু ভীমচাঁদকে কিছু দিয়ে যান নি। বিনোদিনী লোকমুখে একথা শুনে বিমাতার প্রতি

শ্রদ্ধামুগ্ধ ভীমকে জানান। ভীম বিশ্বাস করেন বিমাতা তাঁকে কিছুতেই বঞ্চিত করবেন না— এই বিশ্বাস নিয়ে তর্কও করতে থাকেন। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতেই সুখদা জানান শিবপ্রসাদবাবু নগদ অর্থ বা সোনাদোনা কিছুই রেখে যাননি এবং উইলেও ভীম বঞ্চিত। ভীমচাঁদের সমস্ত বিশ্বাস আহত হল— 'ভীম শুষ্ক মুখে অধোবদনে বসিয়া রহিল'।

অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা—

দু'টি ছোট স্কেচধর্মী রচনা। প্রথম প্রকাশ 'বাতায়ন', ১৬ বৈশাখ ১৩৪৫ এবং ৬ আশ্বিন ১৩৪৫। গ্রন্থাকারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' (১৯৫১)। প্রথম রচনাটিতে ছ'টি সূত্রে শিক্ষা, আত্মনির্ভরতা, জাতিভেদপ্রথা বিলোপ, আত্মত্যাগের সর্বব্যাপকতা, বাঙালির ধনী হবার উপায়, মেয়েদের পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যহীনতা বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে সাতটি সূত্রে সহজবুদ্ধি, অভ্যাস, পরিশ্রমের মূল্য, আচার-বিচারের চরিত্র, অদৃষ্ট ও ধর্ম, অজ্ঞেয়তা এবং ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সাতটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে।

রচনা দুটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটি খাতা থেকে পাওয়া যায় ও 'বাতায়ন'এ প্রকাশিত হয়।

অভাগীর স্বর্গ —

গল্প। চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গবাণী' মাঘ ১৩২৯। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ 'হরিলক্ষ্মী' বই-এর অন্তর্গত হয়ে ১৩ মার্চ ১৯২৬, ২৯ ফাল্গুন ১৩৩২ তারিখে।

অভাগীর স্বর্গ একটি নিখুঁত ছোটো গল্প। এখানে দুলে-সমাজের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে জমিদার ও তার কর্মচারীদের শোষণ ও নিপীড়নের পটভূমিকায়। মুখ্যচরিত্র অভাগীর 'স্বর্গপ্রাপ্তি'র আশাকে অবলম্বন করে গল্পটি রচিত। তার জন্মের পরেই অভাগীর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল বলে পিতা নাম রেখেছিলেন অভাগী। বিয়ের পরে স্বামী রসিক বাগ তাকে ত্যাগ করে অন্য নারীতে আসক্ত হন। অভাগী তার সমাজে রীতি থাকলেও দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে একমাত্র পুত্র কাঙালীকে নিয়ে জীবন কাটাতে থাকেন। গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন মুখুজ্যেগিন্নির শ্মশানযাত্রা অভাগীর মনে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। মুখুজ্যে গিন্নিকে তিনি চিতার ধোঁয়ার মধ্যে রথে চড়ে স্বর্গে যেতে 'দেখেন'। তখন তাঁর মনেও সাধ জাগে ছেলে কাঙালীর হাতে আগুন পেয়ে স্বর্গে যাবার। ছেলেকে তিনি বলেন— 'সে আগুন তো আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশ-জোড়া ধোঁয়া ত ধোঁয়া নয়, বাবা, সেই ত সগ্যের রথ!' মা মারা গেলে কাঙালী মায়ের শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারলে না জমিদার, তার লোকজন এবং সমাজপতিদের উৎপীড়নে। 'দুলের মেয়ে আবার স্বর্গে যাবে!'— এই তাঁদের মনোভাব।

অভিনন্দন —

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে শরৎচন্দ্র-রচিত একটি মানপত্র-বিশেষ। কোনও পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়নি। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' বইয়ের 'স্বদেশ' পর্যায়ভুক্ত হয়ে। প্রকাশ— আগস্ট ১৯৩২ (ভাদ্র ১৩৩৯)।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তি হলে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই অভিনন্দন-লিপি প্রদত্ত হয়।

অভিভাষণ (জন্মদিনে প্রদত্ত) —

শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে দেশবাসী-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত অভিভাষণ। তিনটি অভিভাষণ পাওয়া গেছে। এগুলি যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের ৫৩-৫৫ তম এবং ৫৭, ৫৯, ৬১ ও ৬২ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রদত্ত হয়েছিল।

(১) ৫৩ তম জন্মদিন— ১৩৩৫ সালের ভাদ্রমাসে শরৎচন্দ্রের ৫৩ তম জন্মদিনে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর। এটি 'জন্মদিনের ভাষণাবলী' নামেও উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ, 'স্বদেশী বাজার' ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ 'শরৎচন্দ্র ও ছাত্র সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মার্চ ১৯৩৮, চৈত্র ১৩৪৫। এই প্রতিভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে।

(২) ৫৪ তম জন্মদিন। প্রথম প্রকাশ 'মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৬। পুস্তকাকারে দ্র° পূর্বোক্ত।

(৩) ৫৫ তম জন্মদিন। প্রথম প্রকাশ 'বাতায়ন', ১৯ আশ্বিন ১৩৩৮। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আগস্ট ১৯৩২, ভাদ্র ১৩৩৯। ৫৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পাঠ করা ভাষণ।

(৪) ৫৫ তম জন্মদিন, ভারতবর্ষ কার্তিক ১৩৩৭, পুস্তকাকারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' (১৯৫১) গ্রন্থভুক্ত হয়ে। ৩১ ভাদ্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ।

(৫) ৫৭ তম জন্মদিন। 'ভারতবর্ষ', কার্তিক ১৩৩৯। ১লা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সিনেট হলে ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর। প্রতিভাষণটি ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত।

(৬) ৫৯তম জন্মদিন। 'বেতার জগৎ' ১৯ আশ্বিন ১৩৪১। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 'শরৎ-শর্বরী' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বাণী।

(৭) ৬১তম জন্মদিন। 'শরৎচন্দ্রের উভয়সঙ্কট'। বাতায়ন, ৯ আশ্বিন ১৩৪৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত। ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার ৩ আশ্বিন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্রের ভাষণ।

(৮) ৬২তম জন্মদিন। 'জন্মদিনের ভাষণাবলী'— দীপালি, ২০ মাঘ ১৩৪৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত। এই ভাষণটি বেতার মারফত প্রচারিত হয়। কোনও কোনও সংকলন পুস্তকে '৬২তম জন্মদিনে বেতার প্রতিষ্ঠানে সম্ভাষণ' নামে উল্লেখিত।

আরও দ্র° 'সাহিত্য-সভার অধিবেশনে অভিভাষণ'।

অভিমান —

হারিয়ে যাওয়া রচনা। 'অভিমান' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র শেষজীবনে বলে গেছেন (দ্র° ছোটদের মাধুকরী, আশ্বিন ১৩৪৫)— "ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলোর নাম আমার মনে নেই। শুধু দু'খানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা 'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,— অনেক বন্ধু-বান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার

অনেকদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেলনা। এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবু। বইখানা কী করিলেন তিনিই জানেন— কিন্তু চাহিতে ভরসা হয়না— তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাইরে মহাপুরুষ— ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা।"

অরক্ষণীয়া —

উপন্যাসকল্প বড়োগল্প বিশেষ। ১০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম প্রকাশ 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২৩। পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স ২০ নভেম্বর ১৯১৬ তারিখে। মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০।

তিন ভাই গোলোকনাথ, প্রিয়নাথ ও অনাথনাথ। বড়োবউ স্বর্ণমঞ্জরীকে নিঃসন্তান অবস্থায় রেখে গোলোকনাথ মারা গেলে প্রিয়নাথ পৃথগন্ন হন এবং স্বর্ণমঞ্জরী অনাথনাথের পরিবারে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর দুঃস্থ প্রিয়নাথের মৃত্যু হলে একমাত্র সুরূপা কন্যা অরক্ষণীয়া জ্ঞানদাকে নিয়ে দুর্গামণিও অনাথনাথের পরিবারে আশ্রয় নেন। স্বর্ণমঞ্জরীর এক প্রতিবেশী বোন-পো অতুল ছোটো থেকে এ বাড়িতে আসার সুবাদে জ্ঞানদার সঙ্গে তাঁর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রিয়নাথ তাই বেঁচে থাকতে অতুলকে জ্ঞানদার ভার নিতে বলে যান। কিন্তু অতুল কথা রাখেনি।

এহেন সময়ে দুর্গামণির মৃত্যু হলে নির্যাতিতা জ্ঞানদা শ্মশানের কাছে ভরা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থ করে। অতুল অনুতপ্ত হয়ে জ্ঞানদার কাছে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে বুঝিয়ে শ্মশান থেকে ফিরিয়ে আনেন।

অরক্ষণীয়া কন্যা থাকলে সে কালে মেয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে কন্যারও কী যন্ত্রণা হত, আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা অনুধাবন করা কিছুটা কষ্টকর। বিশেষত কন্যা কুরূপা হলে বিবাহ দেবার যে যন্ত্রণা তা থেকে আজকের সমাজও মুক্ত নয়। জ্ঞানদার মতো করুণ চরিত্র আমরা কম পাই।

গোপালচন্দ্র রায় জানিয়েছেন (শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড, হাস্য পরিহাস অধ্যায়ের 'দেখা হয়নি' প্রসঙ্গে) যে ভারতবর্ষে পাণ্ডুলিপিটি পাঠালে প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শেই নাকি শরৎচন্দ্র এর উপসংহারটি পরিবর্তন করেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে গঙ্গার জলে ডুবেই জ্ঞানদার মৃত্যু ঘটেছিল— এমনতর বিবরণ ছিল।

অসমাপ্ত রচনা —

(১) একটি অসমাপ্ত গল্প; (২) বামুনের মেয়ের নাট্যরূপ; (৩) দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ (নামহীন); (৪) জাগরণ-উপন্যাস; (৫) আগামীকাল— উপন্যাস, (৬) শেষের পরিচয় — উপন্যাস।— এই রচনাগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে অসমাপ্ত আকারে পাওয়া গেছে। এগুলি সম্পর্কে বিবরণের জন্য দেখুন এই গ্রন্থের আগামীকাল, একটি অসমাপ্ত গল্প, জাগরণ, দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ, বামুনের মেয়ে উপন্যাসের শেষাংশ এবং শেষের পরিচয় প্রসঙ্গ।

অসম্পূর্ণ উপন্যাস —

দ্র° অসমাপ্ত রচনা। অপিচ দ্র° আগামীকাল, জাগরণ, বামুনের মেয়ে, শেষের পরিচয়।